**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 592-598
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.249**

# উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার: বাঙালি হিন্দুসমাজ

**রাজু নাথ,** *ছাত্র, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়*

Received: 22.12.2025; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

In the Bengali Hindu society of North Tripura, marriage is surrounded by a diverse range of folk customs, which are mainly divided into three phases: pre-wedding, wedding-day, and post-wedding rituals.

Before the wedding, the date is finalized through the proposal of marriage, the formal meetings between the bride and groom, and the paka dekha ceremony. This is followed by mangalacharan (blessing), during which items such as conch bangles and vermilion are presented. The rituals of aiburo bhaat (pre-wedding feast), pankhili, sarair asar, and dhamail songs along with the adhibas ceremony are especially significant. During this phase, addi snan (ritual bath), tail ranna (ceremonial cooking in oil), and the rites for the fourteen ancestral generations (chouddo purusher kaaj or briddha shraddha) are performed.

On the wedding day, after the groom's procession (barjatri) arrives, the groom is ceremonially welcomed (barboron). According to scriptural traditions, amidst the chanting of mantras, rituals such as circling the sacred fire seven times (saat paak), exchange of garlands, and the auspicious first glance (shubhodrishti) are performed, followed by sampradan (the formal giving away of the bride). In the folk ritual of khoi bhata, vermilion is applied in the presence of fire as a witness. After the wedding, rituals such as bashi biye, konya jatra, bodhuboron, and the bou-bhaat ceremony at the groom's house take place. While welcoming the bride, the mother-in-law performs a folk ritual by showing her symbolic items like muchi and ichchha agachha (sacred grass). This is followed by kalratri, phul shojya (bridal night), and the traditional dice game (pasha khela). Finally, the wedding rituals conclude with fira jatra and ghat snan (ritual bath at the river or pond). These folk customs are an inseparable part of society and culture.

**Keywords:** Tripura, Folk customs, marriage, society, culture

'লোক' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটির দ্বারা জনসাধারণ, সমাজ ও জাতির জীবনযাত্রা বোঝায়। এই লোক ও সংস্কৃতি মিলে হয়েছে 'লোকসংস্কৃতি'। মানুষ যে সংস্কৃতিকে লালন করে আসছে তাই হল লোকসংস্কৃতি। তার জন্ম মূলত্ব মানুষের মুখে মুখে চিন্তায় ও কর্মে। এই লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে মোটামুটি বস্তুকেন্দ্রিক, অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক, খেলাধুলা কেন্দ্রীক, বাক কেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক, লিখন কেন্দ্রীকভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক উপাদানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল লোকাচার। লোকাচার মানেই হচ্ছে সমাজের রীতি। এই লোকাচার সকল ধর্মীয় মানুষের মধ্যে বর্তমান। তবে এখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্তর জেলার হিন্দুদের বিবাহ কেন্দ্রীক লোকাচার উপস্থাপন করা হল।

বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সব লোকাচার তৈরি হয়েছে, সেগুলো একটি সমাজের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিয়ে মানে মানুষের জীবনে আনন্দ, আশা আর নতুন স্বপ্নের শুরু। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিয়েতে শাস্ত্রের নিয়ম যেমন থাকে, তেমনই থাকে অনেক পুরনো রীতি-নীতি বা লোকপ্রথা। আর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী—সবাই মিলে মিলিতভাবে বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন করে। এখানে আলোচনার মূল বিষয় উত্তর ত্রিপুরার বাঙালি-হিন্দুদের বিবাহ-লোকাচার। যা বিয়ের পূর্বে, বিয়ের সময় ও বিয়ের পরের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার হল,

১) বিয়ের পূর্বের লোকাচার: বিয়ের প্রস্তাব, বর ও কনে দেখা, বিবাহের দিনক্ষন ঠিক, আইবুড়ো ভাত, পানের খিলি, গায়ে হলুদ, সরাইর আসর, অধিবাস, তৈল রান্না, সোয়াগ মাগা, চৌদ্দ পুরুষের কাজ, বর যাত্রা, দধীর মঙ্গল, বস্ত্র দান, বর সাজানো।

২) বিয়ের সময়ের লোকাচার: মন্ত্রপাঠ, সাতপাক, মালাবদল, সম্প্রদান।

৩) বিয়ের পরের লোকাচার: বাসিবিয়া, কন্যা যাত্রা, বধূবরণ, বউ ভাত, পাশা খেলা, কালরাত্রি, ফুল সজ্জা, নতুন বউয়ের প্রথম রান্না, ফিরা যাত্রা, ঘাটস্নান।

ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ে দেওয়া সমাজের একটি প্রচলিত রীতি। তখন ঘটক ছেলের পরিবার ও মেয়ের পরিবারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন থেকেই বিয়ের মূল প্রস্তুতি শুরু হয়। এই কাজে ঘটকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং পাত্র-পাত্রীর মিল খুঁজে বের করেন। তবে শুধু ঘটকই নন—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাও এ কাজে সাহায্য করে থাকে। এরপর কুষ্ঠি দেখা হয়, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং তারপরই দেখা-সাক্ষাতের পালা আসে। ঠিক সময়ে দুই পরিবার বর-কনের দেখা করা ও নির্বাচন করার কাজটি সম্পন্ন করে। একে 'চূড়ান্ত দেখা' বা 'পাকা দেখা' বলা হয়। পাকা দেখার পর পঞ্জিকা দেখে বিয়ের উপযুক্ত একটি দিন বের করা হয়। সাধারণত প্রথমে পাত্রপক্ষ কনের বাড়িতে যায়—যদিও ব্যতিক্রমও হয়। ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে পছন্দ করলে সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া শেষে কথাবার্তার মাধ্যমে বিয়ের দিন-তারিখ ও শুভলগ্ন ঠিক করা হয়। দু'খানি কাগজে দিন-তারিখ-লগ্ন লিখে দুই পক্ষের অভিভাবক সই করেন। এই কাগজ বিনিময়কেও চিরকুট বিনিময় বলা হয়। অনেক সময় পঞ্জিকাতেও তারিখ চিহ্নিত করে সেখানে ধান, দূর্বা ও সিঁদুর ছোঁয়া দেওয়া হয়। বিয়ে ঠিক হলে পাঁচজন এয়ো ছেলের বাড়িতে নয়বার এবং মেয়ের বাড়িতে সাতবার উলুধ্বনি দেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনেরা ছেলে-মেয়েকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ায়।

পাকা দেখার পর মঙ্গলাচরণ করা হয়। সাধারণত এই তারিখ পাকা দেখার দিনই ঠিক হয়ে যায়। মঙ্গলাচরণের দিন পাত্রের বাড়ি থেকে কনের জন্য শাঁখা, সিঁদুর, গয়না, নতুন কাপড়, প্রসাধনী সামগ্রী, মাছ, পান এবং মিষ্টি পাঠানো হয়। মঙ্গলাচরণ উত্তর ত্রিপুরায় কেবল মেয়ের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। তথ্য (উপহার) নিয়ে যাওয়ার আগে ছেলেকে শ্বেতবস্ত্র পরিয়ে পাঠিতে বসানো হয় এবং তথ্যের মধ্যে পাত্র সিঁদুরের টিপ দেয়—বিশেষ করে যে শাঁখা কনেকে পরানো হবে, তাতে সিঁদুরের দাগ দেয়। সঙ্গে থাকে মিষ্টির পাতিল, সাতটি পুঁটি মাছ এবং একটি বড় কাতল মাছ। মেয়ের বাড়িতে তথ্য নিয়ে গেলে সবাই বরণ করে ঘরে তোলে। এরপর মেয়েকে আশীর্বাদ করা হয়। শুভক্ষণে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে আশীর্বাদ সম্পন্ন করেন। এই সময় মেয়ের মা ও আত্মীয়রা কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে ছেলের বাবার কোলে বসিয়ে সমর্পণ করে। মেয়েকে পাত্রর বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বাড়িতে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। এরপর আসে 'পানখিলি' নামের একটি লোকাচার। কনের মা-সহ পাঁচজন ব্রতিনী এই আচার করেন। প্রথমে একটি পুষ্পথালা সাজানো হয়। তাতে রাখা হয় ধান–দূর্বা, কাঠি, পান ও সুপারি। এয়োদের বসার জন্য পাটি বিছানো

হয় এবং একটি ঘট বসানো হয়, যার নিচে ধান থাকে ও উপরে আম্রপল্লব। মা পানখিলি তৈরি করলে আত্মীয় বা এয়োরা তা গ্রহণ করেন। ঘন ঘন উলুধ্বনি হয়, বাজনা বাজে, এয়োরা গান গায়। গান-বাজনা করতে করতে তারা পাশের কোনো দেবালয়ে বা দেবগাছের নিচে যায় এবং সেখানে পান ও মিষ্টি নিবেদন করে। ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবতাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর গান গাইতে গাইতে তারা বাড়ি ফিরে আসে এবং তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর বরের বাড়িতে বরকে এবং কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করানোর আচার হয়। এটি 'জল ভরা', 'জলসহা' বা 'জল ভরনী' নামে পরিচিত। পাঁচজন এয়ো একটি কলসে আম্রপল্লব দিয়ে সাজায় এবং কলসের গায়ে সিঁদুরের টিপ দেয়। একজন এয়ো খালি কলস হাতে এবং বরের মা বা কনের মা বরণডালা হাতে জল আনতে যান নিকটবর্তী জলাশয়ে। জল ভরতে যাওয়ার সময় বাজনা বাজে এবং গীত গাওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়ার মহিলারাও সঙ্গে যায়। এই জল দিয়েই বর বা কনেকে স্নান করানো হয়—এটিকে 'আদ্দি স্নান' বলা হয়।

'গায়ে হলুদ' দেবার আচারটি পালন করা হয় সাধারণত কনে বা পাত্রের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করার সম্পর্ক রয়েছে এমন এয়োরা তাদের গায়ে তেল হলুদ মেখে দেয়। এই হলুদ সাধারণত বরের বাড়ি থেকে পাঠানো হয়। বরের গায়ের হলুদ মেখে বাকি হলুদ কনের গায়ে হলুদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। গায়ে হলুদের গান গাওয়া হয়। বিবাহের ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতে বিবাহের পাত্র-পাত্রীর 'অধিবাস' হয়। এই সময় পাত্র বা পাত্রীর বাড়িতে পাত্র-পাত্রীরা নতুন কাপড় পরিধান করে। একটি নতুন পাটি বিছানো হয়। তারপর পাত্রীর বাড়িতে পাত্রীকে নতুন কাপড় পরানো হয়। গলায় এক ছড়া তুলসীর মালা পরানো হয়। গয়নাও পরানো হয়। তারপর পাঁচজন এয়ো কনেকে দই চিড়া মিষ্টি খাওয়ায়। এসব কাপড়-চোপড় কনের বাপের বাড়ি থেকেই কনের জন্য কিনে আনা হয়। তারপর ঘরের কোণে হারিকেন জ্বালিয়ে অধিবাসের বাত্তি বেঁধে রাখেন। সবাই মিলে মধ্য ঘরে বসে সরাই দেবীর আসন দিয়ে গান শুরু করেন। সরাইল আসার সমাপ্ত করে সকল মহিলার সিঁদুর খেলেন। তারপর শুরু হয় বাড়ির উঠোনে ধামাইল নৃত্য, গানের সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র। অধিবাসের রাতে ছেলে-মেয়েকে দুবার স্নান করানো হয়, প্রথম স্নানকে আদ্দি স্নান বলা হয়। তার পর ধামাইল গানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে জল ভরে এনে স্নান করানো হয়। জলের গান করে সবাই মিলে জলের ঘাটে যান। ছেলের ও মেয়ের মা সুবর্ণের কাটারি, মঙ্গলঘট, পঞ্চপ্রদ্বীপসহ গান করে জলের ঘাটে যান। ঘাটের পাড়ে গিয়ে গঙ্গা দেবীর কাছে পূজার্চনা করে। তৈল সিন্দুর দিয়ে প্রদীপ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। দুটো প্রদীপ ভাসানো হয় একটি বরের নামে অন্যটি কন্নার নামে। প্রদীপ একসাথে থাকলে বলা হয় রাজ জোটক আর দূরে থাকলে বলা হয় সাপে নেউলে সম্পর্ক। তারপর সুবর্ণের কাটারি দিয়ে জলকে চৌ-ফলা করে কলসিতে জল ভরে সুতো দিয়ে ঘাট বন্ধন করে বাড়ির জন্য সবাই রওয়ানা দেন, আর গান করেন। গৃহে এসে স্নান করানোর পর সুন্ধা গাছকে পুড়িয়ে পিসে কপালে দেন তাকে অধিবাসের ফোটা বলা হয়। সমস্ত রাত রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তন করা হয়। রাত প্রভাত হলে রাধা কৃষ্ণের মিলন গেয়ে জাগরণ করে অধিবাস সমাপ্ত করেন। আবার নিশারাত্র সময়ে বাবা ঘাটের বন্ধন মোচন করে জল নিয়ে আসেন। সেই জল দিয়েই বিবাহের দিন চৌদ্দপুরুষের কাজ করা হয়। একে বলে চোরাপানি ভরার লোকাচার। বিয়ের দিন সূর্যোদয়ের আগে, অন্ধকার থাকতে থাকতে কনের বাবা ও মা ঢাকনাওয়ালা ঘট নিয়ে পূর্বে যে জলাশয়ে জল ভরে আসেন সেই জলাশয়ে যায়। কনের বাবার হাতে থাকে একটি কাঁচি। তিনি জলের বুকে কাঁচি (ধান কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়)। উল্টো মুখে ফিরে দাগ কাটতে থাকেন। কনের মা জল ভরতে থাকেন। ঘটের মধ্যে আগে থেকেই দেওয়া হয় ধান-দূর্বা-কড়ি। জলভরা শেষ হলে কলসির মুখে ঢাকনা দেওয়া হয়। তারপর তারা বাড়িতে চলে আসেন। দুপুরবেলা সেই জল দিয়েই ব্যাপারের কাজ হয়। নাপিত এসে বরের বাড়িতে বরকে

এবং কনের বাড়িতে কনেকে ক্ষৌর-কর্ম করানো হয়। বর বা কনে নতুন কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে। নাপিত তাদের নখে চুলে ব্লেড ক্ষুর ছুঁয়ায়। নখ চুল কাটার পর স্নানের পালা শেষ হলে হাতে ধুতরা কাটাল দিয়ে যায়।

নান্দীমুখ বলে যে লোকাচারটি রয়েছে তাকে এই রাজ্যে কোথাও 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ' বলে। আবার কোথাও এটিকে বলা হয় 'আয়বৃদ্ধি' (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ), চৌদ্দ পুরুষের কাজ বলে। হিন্দু-বাঙালিরা কন্যাকে পাত্রের হাতে তুলে দেবার আগে মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে। একসময় কৃষিজীবি বাঙালিদের ঘরে ঢেঁকি থাকত। ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাজে লাগত। পাঁচজন এয়ো এক সঙ্গে একটি কোদালে ধরে ঘরের কোনা থেকে মাটি তুলে আনে। সেই মাটি দিয়ে উনুনের তিনটি ইটা তৈরি করা হয়। এরমধ্যে ছোট হাঁড়ি বসিয়ে ঢেঁকি ছাঁটা চাল রান্না করা হয়। রান্নার মধ্যে মেথি তেলও মেশানো হয়। পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ-তর্পণ বরের বাড়িতেও করা হয়। এরপর কলাগাছের ভাড়ালি দিয়ে একটি ছোট ভেলা বা 'করন্ডি' বানানো হয়। একটি কলাপাতার ডগা কেটে তাতে চিড়া, দই আর এঁটেল কলা মিশিয়ে দুটি মণ্ড তৈরি করা হয়। সঙ্গে রাখা হয় দুই খিলি পান, দু'টুকরো ছিকর মাটি এবং দু'টি জায়গায় গোলা–সিঁদুর। ব্রতিনীরা (যারা এই আচার করে) এবার কামিনী গাছের নিচে জড়ো হয়। গাছকে আগে স্নান করানো হয়, তারপর গাছের গায়ে সাতবার সুতো পেঁচিয়ে 'কাপড় পরানো'র মতো করা হয়। এরপর সেখানে কলার ভেলা ও অন্য জিনিসগুলো রাখা হয়। তারপর গাছের গায়ে একটি ডিম ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর বরের মা গাছকে জড়িয়ে ধরে। এই আচারকে 'সইআলা' বা 'ভইনআলা করা' বলা হয়। এভাবেই সই পাতানোর কাজ শেষ হয়। তারপর এয়োরা (যারা গান করে) গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ফিরে আসে। ঘরে এসে জিনিসগুলো লক্ষ্মীঘরে রাখা হয়, আর ব্রতিনীদের সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

'সোহাগ-মাগা' লোকাচারটির সময় মায়ের আঁচল মাটিতে লুটাতে থাকে। একটি পুষ্প থালায় আলপনায় সাজানো হয়। এই পুষ্প থালাকে বলে বরণডালা। এতে থাকে ধান, দূর্বা, কাঁচা হলুদ, চন্দন, ঘি, মধু, দধি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ, ফুল, ফল, চামর ইত্যাদি। বর ও কনেকে যার যার বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দেয়। বরণডালাটি বরের বাড়িতে বরের কপালে এবং কনের বাড়িতে কনের কপালে ছোঁয়ানো হয়। এ সময় সারা দিনের জন্য তাকে চিড়া-দই-মিষ্টি খাওয়ানো হয়। কেউ কেউ ভাতও খায়। সারা দিন কনে আর খাবার সুযোগ পায় না। মা বাবা কনের সঙ্গে একই থালায় খায়। এই খাওয়ার কাজটি অঞ্চলভেদে আলাদাভাবে হয়।

পরবর্তী ধাপে 'উমের বাড়া' বলে একটি লোকাচার পালন করা হয়। উম শব্দটি হল ঊষ। এটি কুয়াশা শব্দের আঞ্চলিক রূপ, বাড়া শব্দটি ধান ভানার আঞ্চলিক রূপ। অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় কুয়াশা পড়ছে, এমন সময় ধান থেকে প্রস্তুত করা চাল হল এই 'উমের বাড়া'। কনের বাবা মা মিলিত ভাবে এই ধান ভানে। গাইল ছেকাঠে ধান ভানার কাজটি ওরা সামান্য সময় করে। এই সময় এক ফাঁকে কনের বাবা একটি কোদাল হাতে নেয়। তারপর বাম হাতে কনের মায়ের আচলে বাঁধা 'উপুৎ ল্যাংড়া' আগাছার বেশি অংশটি কোঁদাল দিয়ে কেটে দেয়। কেটে দেয়া আগাছার অংশটি ঘরের চালে রেখে দেওয়া হয়। আর আঁচলে বাঁধা আগাছার অংশটি 'সোহাগ প্রদীপ'-এ রেখে দেওয়া হয়। কনের বাবা-মা ধান ভানার কাজটি সামান্য সময় করার পর অন্যান্য এয়ারা বাকি কাজটি সম্পন্ন করে। ধান ভানা শেষ হলে এয়োরা চাল ঝাড়তে শুরু করে। কনের মা আঁচল বিছিয়ে বসে। খাচলে একটি মাটির থালা থাকে। তাতে চালের সঙ্গে মিশ্রিত কুঁড়াগুলি ঝেড়ে ফেলা হয়। সেই সঙ্গে 'ছেকাঠ'টি একটি দড়ি দিয়ে ছেকাঠটির গায়ে সাতটি গিঁট দেওয়া হয়। ধীরাগমনে বর

এলে বিয়ের পর বরকে এই গিঁটগুলো খুলতে দেয়া হয়। এছাড়াও তেল রান্না করা হয়। তেলের মধ্যে একটি ছেলের নামে ও অন্য একটি মেয়ের নামে পান পাতা ছেড়ে এই আচার করা হয়।

বরের বাড়ি থেকে শুরু হয় 'বরযাত্রা'। ঘরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালানো হয় এবং ঘট রাখা থাকে। বরকে নতুন কাপড় পরিয়ে সাজানো হয়, কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। গলায় মালা থাকে আর হাতে ধুতরা কাঁটাইল। চারদিকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শোনা যায়, বাদ্যকররা বাজনা বাজাতে থাকে। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে বর মায়ের কোলে বসে। সে মায়ের কাছে তিনবার অনুমতি চেয়ে বলে—'মা, তোমার জন্য বউ আনতে যাচ্ছি, আশীর্বাদ দাও।' তখন মা তাকে দুধ খাওয়ান। শুভক্ষণে বরের বড় বোনের স্বামী বরের মাথায় ছাতা ধরে। তারপর প্রেমধ্বনি দিতে দিতে বরযাত্রী রওনা হয়।

'বরবরণ' লোকাচারটিতে বরকে কনের বাড়ির প্রবেশ দরজায় বরণ করা হয়। বরের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা চলে এমন লোকেরা প্রবেশ দরজায় বরের পথ আটকায়। পথের বাঁধা বলতে একটি টেবিল দীপ-রূপ-পান-সুপারি-মিষ্টি ইত্যাদি রাখা হয়। আবার কখনো কখনো একটি বাঁশ জাতীয় জিনিস দিয়ে বাঁধা তৈরি করা হয়। এখানে কিছু টাকা দাবি করা হয়। বরপক্ষ তা মিটিয়ে দিলে বাঁধা ওঠে যায়। উলুধ্বনি হয়, শঙ্খ বাজানো হয়, বাজনা বাজতে থাকে। বরকেও বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে বসানো হয়। এরপর মিষ্টিমুখ করানোর পালা চলতে থাকে। বরকে দুধ ও জল পান করতে দেওয়া হয়। এবার বরকে উঠানে এনে বসানো হয়। সেই সঙ্গে বাড়িরে অন্যান্য প্রবীণ জামাইদেরও ডেকে এনে বসানো হয়। পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের অভিভাবকরা উপস্থিত থাকে। বিবাহের শাস্ত্রাচার করাবেন যে ব্রাহ্মণ, তিনিও সামনে থাকেন। কনের পিতা এবার প্রথমে অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে পুরোনো জামাইদের বরণ করেন। তারপর নতুন বরকে অর্থ, গয়নাগাঁটি বস্ত্র অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সহ বরণ করেন। এইভাবে পাত্রপক্ষের যাবতীয় পণ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পণদানের পর্বটি শেষ হলে কনের পিতা ঘরে চলে যাবেন। তিনি বিবাহ চলাকালীন সময়ে পিতা-মাতা সামনে আসেন না। এবার বিবাহ বাসরে বিয়ের কাজ শুরু হয়। কনের সঙ্গে কনের বউদি স্তরের কোন মহিলা থাকেন বিবাহ মঞ্চে। বরকে আসনে বসানো হয়। প্রথমে প্রদীপ দিয়ে অর্চনা করা হয়। তারপর বিচিত্র নৃত্য সহকারে কনে হাতে ফুল নিয়ে বরকে প্রদক্ষিণ করে। মেয়ের বাড়ির গেটে আসা মাত্র বরপক্ষের বাজি ফুটানো হয়। তারপর শাশুড়ি মা বরণ করে নেন। তখন জামাইকে দেখে কন্যা ঘর থেকে যেকোনো একটি ফল খান। বরের শরীরে কোন কিছুই তার বাড়ির বস্ত্র রাখতে পারবে না। শুধু কন্যার বাড়ির বস্ত্র পরিদানে থাকতে হবে। তারপর ঘরের দরজার সামনে শাশুড়ি মা। বরের মুখ না দেখে সাত নাল সুতা ও দধি ও দুগ্ধ দিয়ে দধিমঙ্গল সম্পূর্ণ করে কুঞ্জে প্রবেশ করেন, কন্যাকে নিয়ে বৌদিরা কুঞ্জে প্রবেশ করেন। কন্যা বরকে প্রণাম করেন। পরপর পাক দিয়ে বিবাহ চলতে থাকলে পঞ্চম পাকে এসে প্রদীপ পরিবর্তন করে ও ষষ্ঠ পাকে ধুতরা কাটাইল পরিবর্তন করে, সপ্তম পাকে মালাবদল করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এখানে সবকটা পাকেই মালা দেওয়া হয়। চতুর দিকে জয়ের ধ্বনি উলুর ধ্বনী শুরু হয়। একবার প্রদক্ষিণ শেষ করে কনে বরকে ফুল ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কনে সাতপাঁক সম্পন্ন করে। সাতপাঁক শেষ হলে কনের হাতে একটি ফুলের মালা ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে তা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। বরও অনুরূপ একটি মালা কনের গলায় পরায়। মালা বদলের পর দৃষ্টিবিনিময় হয়। একে বলা হয় 'শুভদৃষ্টি'। শুভদৃষ্টির পর মঞ্চ থেকে বরকে নামিয়ে এনে ঘরে বসানো হয়। তারপর সেখানে কিছু লৌকিক আচার সম্পন্ন করা হয়। এই সব প্রক্রিয়া শেষ হলে বর-কনেকে উঠোনে বসিয়ে শাস্ত্রীয় রীতিতে সম্প্রদান-এর কাজটি করা হয়। কনের পিতা তার কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। সে সময় বর পূর্বমুখী ও কনেকে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। মাঝে থাকে মঙ্গলঘট। ঘটের উপর বর তার হাত রাখে। বরের হাতের উপর কনের হাত স্থাপন করে মন্ত্রপাঠ করা

হয়। বর এক্ষেত্রে তার গোত্র, পিতাসহ তিন পুরুষকে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্মরণ করেন। এই সম্প্রদান কাজের সময়ে, ঘটের উপর বর ও কনের হাত একত্রিত হয়। পাঁচটি ফল বাঁধা একটি গামছা কুশ ও ফুলের মালা সহ দুটি হাত একত্রে বেঁধে দেন ব্রাহ্মণ। সম্প্রদান কর্ম শেষ হলে এই গাঁটছড়া খুলে দেওয়া হয়। এখানে একটি যোগ্য করা হয় তার মধ্যে যে অগ্নি থাকে সেই অগ্নি কেই সাক্ষী রেখে সিঁদুর দান করা হয় এই অগ্নির মধ্যে কন্যার ছোট ভাই নতুন জামাই ও নতুন বউয়ের মাধ্যমে খই দেয়। একে খইভাটা বলা হয়।

কাশীপাতা চিরে মেয়ের বাবা স্বামীর কাছে স্ত্রীকে সমর্পণ করে দেন। পরদিন সকালবেলা সেই কুঞ্জের মধ্যেই সাত পাক দিয়ে বাসি বিবাহ সম্পন্ন করেন। বাসি বিয়া সম্পূর্ণ করে সন্ধ্যা আসলে মেয়ের মা এক কলসির মধ্যে মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি দিয়ে মেয়েকে স্বামীর হাতে ধরিয়ে বিদায় দেন তখন সবাই দুঃখে কান্না করতে থাকে। তারপর আসে পাশা খেলা, পাশা খেলা মূলত ছেলের বাড়িতে দুবার এবং মেয়ের বাড়িতে একবার  হয়ে থাকে। পাশা খেলার জন্য সুদৃশ্য একটি মাটির হাঁড়িতে নেওয়া হয় চাল, কড়ি, টাকা, সোনা, হলুদ ইত্যাদি। বর-বউকে নিয়ে বসে বধূর বান্ধবী এয়োস্ত্রীরা। পাত্রের বন্ধুরাও সেখানে থাকে। এবার কনে পাশার হাঁড়িটি ঢেলে দেয়। বর সেগুলো তুলে নেয়। আবার বর সেগুলো মাটিতে ঢেলে দিলে কনে, চাল-কড়ি (সাতটি) ইত্যাদি তুলে হাঁড়িতে রাখে। লক্ষ্য থাকে, হাঁড়িতে রাখার সময় যাতে কোন শব্দ না হয়। কেননা হাঁড়িতে শব্দ হলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি হবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশা খেলায় কনের জয় হয়। কনে পাশাখেলায় জিতে গেলে বরের হাত চেপে ধরা হয়। বরের নিকট থেকে কনের জন্য উপহার দাবি করা হয়। বর উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে বরের হাত ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যথায় মেয়ে বাম হাত দিয়ে কড়ি দেবে ও ছেলে তার ডান হাতটিতে নেবে, নিয়ে সেই কড়ি পাঠির ওপর ছাড়বে যতগুলো করি মুখ উঠবে সেগুলো গণনা করা হয়। সেই রূপ মেয়েকে দেবে মেয়েও খেলবে তার মধ্যে যার বেশি হবে সংখ্যা সেই বিজয়ী হবে।পাশা খেলার পর মিষ্টি ও পান বর-কনের সামনে রাখা হয়। বাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যদের পান ও মিষ্টি উপস্থিত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেন। পরদিন বর বিছানা ছেড়ে গেলে স্ত্রী বিছানা গুছিয়ে রাখে। একে বলে 'বিছানা তোলা'। এরজন্য বরকে বিছানার নীচে সোনার আংটি রেখে দিতে হয়।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি লোকাচার পালন করা হয়। একে বলে বাসি বিবাহ। এই সময় ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকে। গত রাতে যেখানে পাশা খেলা হয়েছিল, সেখানেই এই বাসি বিবাহের কাজটি হয়ে থাকে। বর-বউ এর গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। সেই জায়গার মাঝখানে একটি পুকুর রয়েছে। বর কনে এক একটি পাক সম্পন্ন করে, আর ব্রাহ্মণ তার হাতের ঘট থেকে ঐ পুকুরে সামান্য জল ঢেলে দেয়। এইভাবে বাসি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর-বউ কাপড়-অলঙ্কারে সাজতে থাকে। বাপের বাড়ি ছেড়ে মেয়ে এবার একজন পুরুষের হাত ধরে সংসার পাততে রওনা দেবে। 'কন্যার পতিগৃহে যাত্রা' পর্বটি তাই একসময় কান্নাকাটিতে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। বাপের বাড়ি থেকে নতুন সংসার বর-বউ গাড়িতে করে তাদের যাত্রা শুরু করে। বরের বাড়িতে গাড়ি এসে পৌঁছালে 'বধূবরণ করা হয়। বিয়ে উপলক্ষে ববের গাড়িতে সমবেত আত্ময় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশিরা বধূবরণ দেখতে জড়ো হয়। উলুধ্বনি হয়, শঙ্খ বাজানো হয়। গান গাওয়া হয়, বাদ্য বাজে। পাঁচজন ত্রয়োস্ত্রী বরণঢালা নিয়ে বর-বউকে দেখায়। শাশুড়ি বরণডালায় রাখা ঘি-এর প্রদীপ দিয়ে বউ-এর মুখ দেখেন। তাদের চলার রাস্তায় একটি কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। কাপড়ের শেষ প্রান্তে একটি গাইল উপুত করে রাখা হয়। তার উপর বরের মা বসেন। তিনি বউ ও ছেলেকে কোলে নেন। তারা দুজন দুই হাটুতে বসে। বরের মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি গো, ছেলে ভারী না বউ ভারী'? তখন বরের মা বলেন, 'ছেলে আমার শোলার থেকেও হালকা'। আর বউ-ধনে-জনে-নাত্তি-পতি নিয়ে পাথর থেকেও ভারী'। এমন করে তিনবার বলার রীতি। ওই দিন পাকস্পর্শও করানো হয়। এছাড়াও

পিঠা করা হয়। তরকারি ভাত রান্না করে পূর্ণ করে রাখা হয় বউ এসেছে সেগুলিকে দেখে।এদিকে বরের বাড়িতে নতুন বউ এসে ঢুকবে। বাড়িতে আনন্দে হইচই। প্রবেশ করানোর সময় সাদা কাপড়ের মধ্যে আলতা পায়ে প্রবেশ করে। এছাড়া শ্বাশুরী মা বউকে গাইলে বসে কুলে তুলে নেন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করার পর। পাঠি একদিকে মা বাজ করবে অন্য দিকে ছেলে বউমা তার খুলে খুলে গৃহে যায়। তারপর মা মুছি দেখিয়ে ছেলেকে বলবেন-

মা: এটা কি?
ছেলে: মুচ্ছি।
মা: তোর শ্বশুর বাড়ি যা খেয়ে এসেছিস সব পুছি।
তারপর মা এটাকে পার তোলে ফেলে ভেঙে ঘরের পিছন দিকে ফেলে দেন।
ইচ্ছা (আগাছা) দেখিয়ে বলেন-
মা: এটা কি?
ছেলে: ইচ্ছা।
মা: তোর শ্বশুর বাড়ি যা খেয়ে এসেছিস সব মিছা।

তা বলে মা আগাছা ছিড়ে পিছন দিকে ফেলে দেয়। ওই দিন তাদের দুই জনকেই আলাদা করে দেওয়া হয় যাকে কালরাত্রি বলে। পরদিন ভোরবেলা এদের একত্রিত করা হয়। এই দিনকে কেউ কেউ চতুর্থ মঙ্গল বলে আবার কেউ কেউ বউভাতও বলে। ছেলের বাড়িতে সাত পাক শেষ হওয়ার পর জামাই বউ এর দায়িত্ব গ্রহণ করে বলে। ছেলের বাড়ির সাত পাকের নিয়ম হচ্ছে। উঠোনের মধ্যেখানে গর্ত করে তার মধ্যে দুধ জল দিয়ে কড়ি, তিল, হরিতকি দেওয়া হয়। ছেলেকে সামনে রেখে মেয়ে পিছনে তাকে তাদের রুমাল দিয়ে হাত বন্ধ করে ছিয়াতে পা না লাগিয়ে ফের হয়ে সাতটি বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই দিন রাতকে বলা হয় ফুলশয্যার রাত। সাধারণত বিবাহের চতুর্থ দিনে 'বউ-ভাত', 'ভাত-কাপড়' অনুষ্ঠান হয়।' উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি হতে থাকে। সে সময় একটি পাথরের থালায় নববধূর জন্য খাবার সাজানো হয়। তার উপর লাল-পাড়ওয়ালা একটি শাড়িও থাকে। এই সময় বর-বউ যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ায়। বর একবার বধূর হাতে পাথরের থালাটি দেয়। পাথরের থালা দেবার পর সে তা নামিয়ে রাখে। বর আবার তা বধূর হাতে তুলে দেয়। এইভাবে প্রক্রিয়াটি তিনবার চলে। স্বজনেরা, পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে ধান দূর্বা দিয়ে আশীবাদ করে এবং উপহার তুলে দেয়। এভাবে বউ ভাত পর্বটির সমাপ্তি ঘটে। বউ ভাত পর্ব শেষ করে আবার বর তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যায়। একে 'ফিরা যাত্রা' বলা হয়। বউ ভাত এর পরদিন অথবা দু-একদিন পর বর তার শ্বশুর বাড়িতে যায়। সেখানেও আবার আত্মীয়স্বজনেরা আসে। খাওয়া-দাওয়া হয়। বাড়িঘর জমজমাট হয়ে ওঠে।

পরদিন শুরু হয় নতুন বউয়ের রন্ধন। আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া। তারপর আড়াই দিন জন্য ফিরা যাত্রা (ধীরাগমন) যায়। কিন্তু ঘরের ছাল দেখতে পারবে না। ফিরে আসার পর মা দুজনকে একসঙ্গে গঙ্গায় নামিয়ে স্নান করান একে ঘাটস্নান বলা হয়। এই ভাবেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিবাহ কেন্দ্রীক লোকাচার করা হয়ে থাকে।

**তথ্যনির্দেশ:**

১. দাস, নির্মল। প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও ত্রিপুরা। অক্ষর পাবলিকেশনস, ২০০৭।
২. চন্দ্রপাল, রাজিব। ত্রিপুরা লোক বিশ্বাস। পূর্বমেঘ পাবলিকেশন, ২০২৩।

**সাক্ষাৎকার:**

১. নাথ কুকিলা (বৃদ্ধ মহিলা)। উত্তর ত্রিপুরার বাসিন্দা।